..... সনের ..... নং আইন

উদ্ভাবন ও উদ্যোক্তা উন্নয়ন একাডেমী প্রতিষ্ঠাকল্পে প্রণীত আইন

যেহেতু বাংলাদেশে একটি উদ্ভাবনী ইকোসিস্টেম এবং উদ্যোক্তা সংস্কৃতির বিকাশের লক্ষে উদ্ভাবন ও উদ্যোক্তা উন্নয়ন একাডেমী প্রতিষ্ঠাকল্পে বিধান করা সমীচীন ও প্রয়োজনীয়;

সেহেতু এতদ্বারা নিম্নরূপ আইন করা হইলঃ-

১। **সংক্ষিপ্ত শিরোনাম ও প্রবর্তন ।-** (১) এই আইন উদ্ভাবন ও উদ্যোক্তা উন্নয়ন একাডেমী আইন, ২০১৯ নামে অভিহিত হইবে।

২। **সংজ্ঞা ।-** বিষয় বা প্রসঙ্গের পরিপন্থী কোন কিছু না থাকিলে, এই আইনে,-

(ক) "একাডেমী" অর্থ এই আইনের অধীন প্রতিষ্ঠিত উদ্ভাবন ও উদ্যোক্তা উন্নয়ন একাডেমী;

(খ) "বোর্ড" অর্থ একাডেমী পরিচালনা বোর্ড;

(গ) "সভাপতি" অর্থ একাডেমীর সভাপতি, যিনি একই সাথে বোর্ডেরও সভাপতি;

(ঘ) "সহ-সভাপতি" অর্থ বোর্ডের সহ-সভাপতি;

(ঙ) "মহা-পরিচালক" অর্থ একাডেমীর মহা-পরিচালক;

(চ) "সদস্য" অর্থ বোর্ডের সদস্য;

(ছ) "বিধি" অর্থ এই আইনের অধীন প্রণীত বিধি;

(জ) "প্রবিধান" অর্থ এই আইনের অধীন প্রণীত প্রবিধান;

(ঝ) "স্টার্টআপ" অর্থ যে কোনও ব্যক্তি বা নিবন্ধিত সত্তা যার লক্ষ্য একটি উদ্ভাবনী পণ্য, প্রক্রিয়া বা ব্যবসায়ের মডেল বিকাশ করা;

(ঞ) "উদ্ভাবন" অর্থ নতুন ধারনা তৈরির ফল যার মাধ্যমে উন্নতমানের পণ্য, প্রক্রিয়া ও পরিষেবাগুলোর বিকাশ ঘটে এবং পরবর্তীতে বাজারে ছরিয়ে যায়;

৩। **একাডেমী প্রতিষ্ঠা ।-** (১) এই আইনের বলবৎ হইবার সঙ্গে সঙ্গে এই আইনের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য পূরণকল্পে উদ্ভাবন ও উদ্যোক্তা উন্নয়ন একাডেমী নামে একটি একাডেমী প্রতিষ্ঠিত হইবে।

(২) একাডেমী একটি সংবিধিবদ্ধ সংস্থা হইবে এবং ইহার স্থায়ী ধারাবাহিকতা ও একটি সাধারণ সীলমোহর থাকিবে এবং ইহার স্থাবর ও অস্থাবর উভয় প্রকার সম্পত্তি অর্জন করার, অধিকারে রাখার এবং হস্থান্তর করার ক্ষমতা থাকিবে এবং উক্ত নামে ইহা মামলা দায়ের করিতে পারিবে বা ইহার বিরুদ্ধেও মামলা দায়ের করা যাইবে।

৪। একাডেমীর **কার্যালয় ।-** (১) একাডেমীর প্রধান কার্যালয় থাকিবে ঢাকা-তে।

(২) পরিচালনা পর্ষদ, প্রয়োজনবোধে, বাংলাদেশের যে কোন স্থানে উহার শাখা কার্যালয় স্থাপন করিতে পারিবে।

৫। একাডেমীর উদ্দেশ্য ও কার্যাবলীঃ- একাডেমী নিম্নোক্ত পদক্ষেপ গ্রহণ করিতে পারিবে-

(ক) বাংলাদেশে একটি স্টার্টআপ ইকোসিস্টেম এবং উদ্যোক্তা সংস্কৃতি তৈরি করা, উদ্ভাবক এবং উদ্যোক্তাদের জন্য ইনকিউবেটর, এক্সিলিটর এবং অন্যান্য যে কোনও সুবিধা এবং/অথবা প্রশিক্ষণ প্রোগ্রাম স্থাপন করার পাশাপাশি অন্যান্য প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করা।

(খ) পেটেন্ট, ডিজাইন এবং ট্রেডমার্ক বিভাগের সাথে এবং বাংলাদেশের কপিরাইট অফিসের সাথে যোগাযোগ করা এবং উদ্ভাবক এবং উদ্যোক্তাদের আইনী সহায়তা প্রদান করা।

(গ) মেনটরিং, গুমিং, প্রশিক্ষণ, কো-ওয়ার্কিং অফিস স্পেস প্রদান এবং এই জাতীয় উদ্ভাবন এবং স্টার্টআপ সম্পর্কিত ক্রিয়াকলাপের মাধ্যমে উদ্ভাবক এবং উদ্যোক্তাদের সক্ষমতা বিকাশ করা।

(ঘ) দেশে উদ্ভাবন সংস্কৃতি প্রাতিষ্ঠানিককরণ।

(ঙ) জনস্বার্থ এবং জাতীয় স্বার্থের জন্য আইসিটি পণ্যের বিকাশ (বিল পরিশোধ পদ্ধতি, সার্ভিসি ইত্যাদি)।

(চ) উদ্ভাবনী আইসিটি পণ্য ও সেবাসমূহের উন্নতি এবং উদ্ভাবনের বাণিজ্যিকিকরণ এবং ব্র্যান্ডিংকে সমর্থন করা।

(ছ) আইসিটি শিল্পে আরও বেশি কাজের সুযোগ তৈরি করা।

(জ) পণ্য নকশা, উন্নয়ন এবং পরীক্ষার জন্য গবেষণা ও উন্নয়ন পরীক্ষাগার তৈরি করা।

(ঝ) শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে একটি উদ্ভাবনী পাইপলাইন তৈরি করা।

(ঞ) সারাদেশে উদ্ভাবকদের প্রশিক্ষা প্রদান।

(ট) বিভিন্ন ধরনের আউটসোর্সিংয়ের মাধ্যমে বাংলাদেশে বৈদেশিক মুদ্রা অর্জন বৃদ্ধি করা।

(ঠ) এই আইনের উদ্দেশ্যটি আরও এগিয়ে নেওয়ার জন্য প্রয়োজনীয় অন্যান্য পদক্ষেপ গ্রহণ করা।

(ড) কোনও সংস্থা বা সংস্থার সাথে প্রতিষ্ঠা, প্রচার, বা সংগঠিত হয়ে আইনের উদ্দেশ্যটি আরও এগিয়ে নিয়ে যাওয়া।

(ঢ) একাডেমী অর্থ, সিকিউরিটি এবং অন্যান্য যন্ত্রপাতি এবং স্থাবর বা অস্থাবর অন্য কোনও সম্পত্তি গ্রহণ করা।

(ণ) একাডেমীর অর্থ ও তহবিল বিনিয়োগ করা।

(ত) সিকিউরিটির ক্ষেত্রে ক্রয়, অনুমোদন বিক্রয়, স্থানান্তর, আলোচনা বা লেনদেন করা।

(থ) বিভিন্ন চুক্তিতে আবদ্ধ হওয়া এবং প্রয়োজনীয় দলিলাদি সম্পাদন করা; তবে শর্ত থাকে যে, সরকারের পূর্বানুমোদন ব্যতিরেকে বিদেশী সরকার বা বিদেশী সংস্থার সাথে কোন চুক্তিতে আবদ্ধ হওয়া যাইবে না।

(দ) গবেষণা পরিচালনা এবং গবেষণা পত্র প্রকাশের ব্যবস্থা করা।

(ধ) বিভিন্ন শ্রেণীর তহবিল স্থাপন এবং পরিচালনা করা।

৬। স্টার্টআপ ওয়েবসাইট।– একাডেমী নিজস্ব ওয়েবসাইট তৈরির জন্য প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহন করিবে যাহাতে স্টার্টআপদের পরিসংখ্যান, একাডেমীর কার্যক্রম, স্টার্টআপদের বিভিন্ন ধরনের অনুসন্ধান, রেজিস্ট্রেশন, আবেদন প্রক্রিয়াসহ অন্যান্য তথ্যাদি থাকিবে।

৭। সাধারণ পরিচালনা ।- একাডেমীর পরিচালনা ও প্রশাসন একটি পরিচালনা বোর্ডের উপর ন্যস্ত থাকিবে এবং একাডেমী যে সকল ক্ষমতা প্রয়োগ এবং কার্য সম্পাদন করিতে পারিবে বোর্ড সেই সকল ক্ষমতা প্রয়োগ ও কার্য সম্পাদন করিতে পারিবে।

৮। বোর্ড ।- (১) বোর্ড নিম্নরুপ সদস্য-সমন্বয়ে গঠিত হইবে, যথাঃ-

(ক) তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগের দায়িত্বে নিয়োজিত মন্ত্রী/প্রতিমন্ত্রী- সভাপতি;

(খ) তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগের সচিব- সহ সভাপতি;

(গ) বাংলাদেশ কম্পিউটার কাউন্সিল এর নির্বাহী পরিচালক- সদস্য;

(ঘ) অর্থ বিভাগ কর্তৃক মনোনীত একজন প্রতিনিধি (যুগ্মসচিবের নিম্নে নয়)- সদস্য;

(ঙ) শিল্প মন্ত্রণালয় কর্তৃক মনোনীত একজন প্রতিনিধি (যুগ্মসচিবের নিম্নে নয়)- সদস্য;

(চ) মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষা বিভাগ কর্তৃক মনোনীত একজন প্রতিনিধি (যুগ্মসচিবের নিম্নে নয়)- সদস্য;

(ছ) তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগ কর্তৃক মনোনীত দুই জন সদস্য, একজন তথ্য প্রযুক্তি বিশেষজ্ঞ, অপরজন শিক্ষা বিশেষজ্ঞ- সদস্য;

(জ) BASIS এর সভাপতি- সদস্য;

(ঝ) হাই-টেক পার্ক কর্তৃপক্ষ এর ব্যবস্থাপনা পরিচালক- সদস্য;

(ঞ) মহাপরিচালক, উদ্ভাবন ও উদ্যোক্তা উন্নয়ন একাডেমী- সদস্য সচিব।

(২) উপধারা (১) এর দফা (ঘ)-(ছ) এর উল্লিখিত সদস্যগণ তাঁহার মনোনয়নের তারিখ হইতে তিন বৎসর মেয়াদে স্বীয় পদে অধিষ্ঠিত থাকিবেন, তবে বোর্ড কর্তৃক উক্ত মেয়াদকাল আরও ০২ (দুই) বৎসর বৃদ্ধি করা যাইবে। মনোনীত সদস্যের পদ শূন্য হইবে, যদি-

(ক) তিনি মৃত্যু বরণ করেন; অথবা

(খ) তিনি সভাপতির উদ্দেশ্যে স্বাক্ষরযুক্ত পত্রযোগে সেচ্ছায় স্বীয় পদ ত্যাগ করেন; অথবা

(গ) তাহার সদস্য হিসাবে মনোনয়নের মেয়াদ ০৩ (তিন) বৎসর অতিক্রান্ত হয়; অথবা

(ঙ) তিনি বোর্ডের সভাপতির অনুমতি ব্যতিরেকে পর পর ০৩ (তিন) টি সভায় অনুপস্থিত থাকেন; অথবা

(চ) তিনি একাডেমী বা রাষ্ট্রের জন্য হানিকর কোন কার্যে লিপ্ত থাকেন; অথবা

(ছ) তিনি নৈতিক স্খলনজনিত ফৌজদারি অপরাধে অন্যূন ০২ (দুই) বৎসর কারাদণ্ডে দণ্ডিত হন; অথবা

(জ) তিনি কোন উপযুক্ত আদালত কর্তৃক দেউলিয়া ঘোষিত হন।

(৩) বোর্ডের কোন মনোনীত সদস্যের পদ শূন্য হইলে উহা শূন্য হইবার ৯০ (নব্বই) দিনের মধ্যে পূরণ করিতে হইবে।

(৪) বোর্ড সর্বসম্মতিক্রমে, উহার সদস্য সংখ্যা বৃদ্ধি বা হ্রাস করিতে পারিবে।

(৫) আইনটি অনুমোদন হওয়ার পূর্ববর্তী সময় পর্যন্ত উদ্ভাবন ও উদ্যোক্তা উন্নয়ন একাডেমী- এর প্রকল্প পরিচালক একাডেমীর মহাপরিচালক এর দায়িত্ব পালন করিবে।

৯। নির্দেশ প্রদানে সরকারের ক্ষমতা ।- এই আইনের উদ্দেশ্য পূরণকল্পে সরকার বিভিন্ন সময়ে যে সকল নির্দেশনা একাডেমীকে প্রদান করিবে, একাডেমী উহা পালন করিতে সচেষ্ট থাকিবে।

১০। বোর্ডের দায়িত্ব ও কার্যাবলী।- বোর্ডের দায়িত্ব ও কার্যাবলী নিম্নরূপ হইবে-

(ক) একাডেমীর কার্যক্রম পরিবীক্ষণ, মূল্যায়ন ও দিকনির্দেশনা;

(খ) একাডেমীর উদ্দেশ্য পুরণকল্পে জাতীয়, আঞ্চলিক, আন্তর্জাতিক সংস্থা, বিনিয়োগকারী ও প্রযুক্তি প্রতিষ্ঠানসমূহের সহিত চুক্তি অনুমোদন;

(গ) আইডিয়া স্তরে স্টার্টআপদের অনুদান প্রদানের লক্ষে বিভিন্ন দিকনির্দেশনা প্রদান;

(গ) একাডেমীর কর্মকর্তা ও কর্মচারীর জন্য পেনশন, প্রদেয় ভবিষ্যৎ তহবিল, হিতৈষী তহবিল, স্বাস্থ্য বীমা এবং অন্য কোন তহবিল সৃষ্টিসহ অন্যান্য সুযোগ-সুবিধার অনুমোদন;

(ঘ) একাডেমী পরিচালনা কার্যক্রমের সহিত সংশ্লিষ্ট নীতি বা গাইডলাইন, বিধি ও প্রবিধান প্রণয়ন;

(ঙ) একাডেমীর সম্পত্তির উন্নয়ন, সম্প্রসারণ, পরিচালনা বা রক্ষনাবেক্ষনের উদ্দেশ্যে অন্তর্বর্তী তহবিল, সিঙ্কিং তহবিল/কর্মশোধক তহবিল, বীমা তহবিল বা প্রয়োজনীয় অন্য কোন বিশেষ তহবিল সৃষ্টি;

(চ) একাডেমীর উদ্দেশ্য পূরণকল্পে নিয়োগবিধি প্রণয়ন, জনবল ও বেতন কাঠামো এবং বাজেট অনুমোদন;

(ছ) এই আইনের উদ্দেশ্য পূরণ কল্পে অন্য যে কোন কার্য সম্পাদন;

(জ) সরকার কর্তৃক, সময়ে সময়ে, জারিকৃত আদেশ ও নির্দেশ, ইত্যাদি অনুসারে প্রয়োজনীয় কার্যক্রম গ্রহন।

১১। বোর্ডের সভা ।-

(১) বোর্ড প্রতি বছর কমপক্ষে তিন সভায় মিলিত হইবে এবং সভার তারিখ, সময় ও স্থান সভাপতি কর্তৃক স্থিরীকৃত হইবে।

(২) এই ধারার বিধান সাপেক্ষে, বোর্ডের সভার কার্যধারা সভাপতি দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হইবে, যতক্ষন পর্যন্ত না প্রবিধান তৈরি হয়।

(৩) বোর্ডের সভার কোরামের জন্য উহার মোট সদস্য সংখ্যার অন্যূন এক-তৃতীয়াংশ সদস্যের উপস্থিতির প্রয়োজন হইবে।

(৪) সভাপতি বোর্ডের সকল সভায় সভাপতিত্ব করিবেন, এবং তাঁহার অনুপস্থিতিতে বোর্ডের সহ-সভাপতি সভাপতিত্ব করিবেন।

(৫) প্রত্যেক সদস্যের একটি করিয়া ভোট থাকিবে এবং ভোটের সমতার ক্ষেত্রে সভায় সভাপতিত্বকারী ব্যক্তির দ্বিতীয় বা নির্ণায়ক ভোট প্রদানের ক্ষমতা থাকিবে।

(৬) শুধুমাত্র কোন সদস্য পদে শূন্যতা বা বোর্ড গঠনে ত্রুটি থাকার কারণে একাডেমীর কোন কার্য বা কার্যধারা অবৈধ হইবে না এবং তৎসম্পর্কে কোন প্রশ্নও উত্থাপন করা যাইবেনা।

১২। মহা-পরিচালক ।-

(১) একাডেমীর একজন মহা-পরিচালক থাকিবেন যিনি সরকার কর্তৃক নিযুক্ত হইবেন এবং তাহার চাকুরীর শর্তাদি সরকার কর্তৃক স্থিরীকৃত হইবে।

(২) মহা-পরিচালক একাডেমীর সার্বক্ষণিক ও প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা হইবেন।

(৩) মহা-পরিচালক বোর্ডের যাবতীয় সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নের জন্য দায়ী থাকিবেন এবং বোর্ডের যাবতীয় নির্দেশ মোতাবেক একাডেমীর অন্যান্য কার্য সম্পাদন করিবেন।

(৪) মহা-পরিচালকের পদ শূন্য হইলে কিংবা অনুপস্থিতি বা অসুস্থতাহেতু বা অন্য কোন কারণে মহা-পরিচালক দায়িত্ব পালনে অসমর্থ হইলে সরকার সমীচীন মনে করিলে সরকার কর্তৃক মনোনীত কোন ব্যক্তি মহা-পরিচালকের দায়িত্ব পালন করিবেন।

১৩। মহাপরিচালকের বিশেষ ক্ষমতা ।- একাডেমীর স্বার্থে তাৎক্ষণিক সিদ্ধান্ত গ্রহণের প্রয়োজনীয়তা দেখা দিলে মহাপরিচালক যে কোন সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিতে পারিবেন এবং তৎসম্পর্কে বোর্ড থেকে ভূতাপেক্ষভাবে অনুমোদন গ্রহণ করিবেন।

১৪। পরিচালক, উপ-পরিচালক ও সহকারী পরিচালক ।- (১) সরকার নির্ধারিত শর্তাদির সাপেক্ষে প্রয়োজনীয় সংখ্যক পরিচালক, উপ-পরিচালক এবং সহকারী পরিচালক নিয়োগ করতে পারিবে।

(২) পরিচালক, উপ-পরিচালক এবং সহকারী পরিচালকগণ একাডেমীর সার্বক্ষণিক কর্মকর্তা এবং সরকার কর্তৃক অর্পিত ক্ষমতা প্রয়োগ ও কার্যাদি সম্পাদন করিবে।

(৩) জনবল কাঠামো বিধি ধারা নির্ধারিত হইবে।

১৫। কর্মকর্তা ও কর্মচারী নিয়োগ ।- (১) সরকার কর্তৃক সময় সময় প্রদত্ত নির্দেশাবলী সাপেক্ষে, একাডেমী উহার দায়িত্ব সুষ্ঠুভাবে পালনের জন্য কর্মকর্তা, কর্মচারী, উপদেষ্টা, বিশেষজ্ঞ ও কনসালট্যান্ট নিয়োগ করিতে পারিবে।

(২) একাডেমীর কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের নিয়োগ ও চাকুরীর শর্তাবলী প্রবিধান দ্বারা নির্ধারিত হইবে।

১৬। ঋণগ্রহণের ক্ষমতা ।- এই আইনের উদ্দেশ্য পূরণকল্পে একাডেমী সরকারের পূর্বানুমোদনক্রমে ঋণ গ্রহণ করিতে পারিবে।

১৭। একাডেমীর তহবিল ।- (১) একাডেমীর একটি তহবিল থাকিবে এবং উহাতে-

(ক) সরকারের অনুদান,

(খ) সরকারের নিকট হইতে প্রাপ্ত লোন,

(গ) স্থানীয় কর্তৃপক্ষের অনুদান,

(ঘ) সরকারের পূর্বানুমোদনক্রমে প্রাপ্ত বিদেশী অনুদান এবং ঋণ,

(চ) একাডেমী কর্তৃক প্রাপ্ত অন্য যে কোন অর্থ জমা হইবে।

(২) একাডেমীর তহবিল বোর্ডের অনুমোদনক্রমে যে কোন তফসিলভুক্ত ব্যাংকে জমা রাখা হইবে।

(৩) একাডেমী উহার দায়িত্ব পালনের প্রয়োজনে উহার তহবিল ব্যবহার করিতে পারিবে।

১৮। বার্ষিক বাজেট বিবরণী ।- একাডেমী প্রতি বৎসর পরবর্তী অর্থ বৎসরের বার্ষিক বাজেট বিবরণী ও চাহিদা সরকারের নিকট পেশ করিবে।

১৯। হিসাব রক্ষণ ও নিরীক্ষা ।- (১) সরকার কর্তৃক নির্ধারিত পদ্ধতিতে একাডেমী যথাযথভাবে উহার হিসাব রক্ষণ করিবে।

(২) বাংলাদেশের মহা হিসাব-নিরীক্ষক ও নিয়ন্ত্রক, অতঃপর মহা হিসাব-নিরীক্ষক বলিয়া উল্লিখিত প্রতি বৎসরে একাডেমীর হিসাব নিরীক্ষা করিবেন এবং নিরীক্ষা রিপোর্টের একটি করিয়া অনুলিপি সরকার ও একাডেমীর নিকট পেশ করিবেন।

২০। প্রতিবেদন ।- (১) একাডেমী তার পরিচালনার বিষয়ে সরকারকে একটি বার্ষিক প্রতিবেদন জমা দিবে।

(২) সরকার প্রয়োজন মত একাডেমীর নিকট হইতে একাডেমীর যে কোন বিষয়ের উপর প্রতিবেদন বা বিবরণী চাহিতে পারিবে এবং একাডেমী উহা সরকারের নিকট প্রেরণ করিতে বাধ্য থাকিবে।

২১। ক্ষমতা অর্পণ ।- বোর্ড উহার যে কোন ক্ষমতা বা দায়িত্ব মহা-পরিচালক বা একাডেমীর অন্য কোন কর্মকর্তাকে অর্পণ করিতে পারিবে।

২২। সরল বিশ্বাসে কৃত কাজকর্ম রক্ষণ ।- এই আইন, কোন বিধি বা প্রবিধানের অধীন সরল বিশ্বাসে কৃত কোন কাজের ফলে কোন ব্যক্তি ক্ষতিগ্রস্থ হইলে বা তাঁহার ক্ষতিগ্রস্থ হইবার সম্ভাবনা থাকিলে তজ্জন্য বোর্ড, সভাপতি, সদস্য, মহা-পরিচালক বা একাডেমীর অন্য কোন কর্মকর্তা বা কর্মচারীর বিরুদ্ধে কোন দেওয়ানী বা ফৌজদারী মামলা বা অন্য কোন আইনগত কার্যক্রম গ্রহণ করা যাইবে না।

২৩। বিধি প্রণয়নের ক্ষমতা ।- এই আইনের উদ্দেশ্য পূরণকল্পে সরকার, সরকারী গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা বিধি প্রণয়ন করিতে পারিবে।

২৪। প্রবিধান প্রণয়নের ক্ষমতা ।- এই আইনের উদ্দেশ্য পূরণকল্পে একাডেমী সরকারের পূর্ব অনুমোদনক্রমে, এবং সরকারী গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা এই আইন বা কোন বিধির সহিত অসামঞ্জস্য না হয় এইরুপ প্রবিধান প্রণয়ন করিতে পারিবে।

২৫। ইংরেজিতে অনূদিত পাঠ প্রকাশ। – (১) এই আইন কার্যকর হইবার পর সরকার, সরকারি গেজেট প্রজ্ঞাপন দ্বারা, এই আইনের ইংরেজিতে অনূদিত একটি নির্ভরযোগ্য পাঠ (Authentic English Text) প্রকাশ করিবে।

(২) বাংলা ও ইংরেজি পাঠের মধ্যে বিরোধের ক্ষেত্রে বাংলা পাঠ প্রাধান্য পাবে।

২৬। হস্তান্তর ।- এই আইন কার্যকর হইবার সঙ্গে সঙ্গে-

(ক) উক্ত প্রতিষ্ঠানের সকল সম্পদ, অধিকার, ক্ষমতা, কর্তৃক ও সুবিধাদি এবং স্থাবর ও অস্থাবর সকল সম্পত্তি নগদ ও ব্যাংকে গচ্ছিত অর্থ এবং সকল দাবী ও অধিকার একাডেমীতে হস্তান্তরিত হইবে এবং একাডেমী উহার অধিকারী হইবে।

(খ) সকল প্রকার ঋণ, দায় এবং দায়িত্ব ছিল তাহা একাডেমীর ঋণ, দায় এবং দায়িত্ব হইবে।

(গ) উক্ত প্রতিষ্ঠানের সকল কর্মকর্তা ও কর্মচারী একাডেমীতে বদলী হইবেন এবং তাঁহারা একাডেমী কর্তৃক নিযুক্ত কর্মকর্তা ও কর্মচারী বলিয়া গণ্য হইবেন এবং এইরুপ বদলীর পূর্বে তাঁহারা যে শর্তে চাকুরীতে নিয়োজিত ছিলেন, একাডেমী কর্তৃক পরিবর্তিত না হওয়া পর্যন্ত সেই একই শর্তে তাঁহারা একাডেমীর চাকুরীতে নিয়োজিত থাকিবেন।

(ঘ) চাকুরীবৃন্দের বেতন, ভাতা ও অন্যান্য সুযোগ-সুবিধাদি যথাযথ কর্তৃপক্ষ কর্তৃক নির্ধারিত হইবে। প্রত্যেক চাকুরে চাকুরি কাঠামো অনুযায়ী বিধি মোতাবেক তাঁর পদের জন্য নির্ধারিত বেতন ভাতাদি পাইবেন। কোন চাকুরে চাকুরিতে যোগদানের তারিখ হইতে বেতন ও ভাতাদি প্রাপ্য হইবেন এবং চাকুরী শেষ হওয়ার দিন (অপরাহ্ণ) হইতে তা বন্ধ হইবে।

এই আইন কার্যকর হইবার সঙ্গে সঙ্গে জনস্বার্থে ও অনতি বিলম্বে কার্যকর হইবে।